

অ্যাসোসিয়েশন অফ সাউথইস্ট এশিয়ান নেশনস (ASEAN) - WBPSB নোটস

আসিয়ান(ASEAN) হল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির একটি সংগঠন। এটি এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের ঔপনিবেশিক শাসন থেকে সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত রাষ্ট্রগুলির মধ্যে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনার মধ্যে রাজনৈতিক ও সামাজিক স্থিতিশীলতা প্রচারের জন্য প্রতিষ্ঠিত একটি আঞ্চলিক সংগঠন। আসিয়ান 1967 সালের ৪ই আগস্ট প্রতিষ্ঠিত হয়; এরপর থেকে প্রতিবছর ৪ই আগস্ট আসিয়ান(ASEAN) দিবস হিসেবে পালন করা হয়। আসিয়ান এর সচিবালয় ইন্দোনেশিয়া, জাকার্তায় অবস্থিত।

আসিয়ান(ASEAN) হল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার 10টি দেশের ইউনিয়ন যথা- ব্রুনেই, কম্বোডিয়া, ইন্দোনেশিয়া, লাওস, মালয়েশিয়া, মায়ানমার, ফিলিপাইন, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড এবং ভিয়েতনাম যা অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, শিক্ষাগত এবং নিরাপত্তা-সম্পর্কিত সহযোগিতা এবং এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় দেশগুলির মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থাকে আরো সহজতর করে। আসিয়ানের(ASEAN) প্রতিষ্ঠাতা সদস্য দেশগুলো হলো ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ফিলিপাইন, সিঙ্গাপুর ও থাইল্যান্ড।

UPSC পরীক্ষার জন্য আসিয়ানকে(ASEAN) প্রস্তুত করতে, এই বিষয়ের সমস্ত প্রাসঙ্গিক দিকগুলি যেমন আসিয়ানের(ASEAN) ইতিহাস, সদস্য দেশ, উদ্দেশ্য, তাৎপর্য, সম্পর্কিত সংস্থা এবং আরও অনেক কিছু বিশদে জানতে হবে। আসিয়ানের উপর এই আর্টিকেলটির মাধ্যমে, আমরা আসিয়ানের অধীনে থাকা এমন সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর আলোকপাত করব।

আসিয়ান(ASEAN) কি?

আসিয়ান(ASEAN) হল দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় দেশগুলির সংগঠনের সংক্ষিপ্ত রূপ। দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় অঞ্চলের একটি শান্তিপূর্ণ সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রতিষ্ঠার জন্য, ফিলিপাইন, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড এবং সিঙ্গাপুর থেকে আসা বেশ কয়েকটি কর্তৃপক্ষ 1967 সালে আসিয়ান(ASEAN) প্রতিষ্ঠা করে। আসিয়ানের(ASEAN) সদর দপ্তর ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তায় অবস্থিত।

এটি এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের ঔপনিবেশিক শাসন থেকে সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত রাষ্ট্রগুলির মধ্যে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনার মধ্যে রাজনৈতিক ও সামাজিক স্থিতিশীলতা প্রচারের জন্য প্রতিষ্ঠিত একটি আঞ্চলিক সংগঠন। আসিয়ানের মূলমন্ত্র হচ্ছে 'One Vision, One Identity, One Community'।

আসিয়ান(ASEAN) এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের বাণিজ্য রাজনীতি ও নিরাপত্তা-সম্পর্কিত বিষয়গুলিকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে। আসিয়ানের(ASEAN) সচিবালয় ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী জাকার্তায় অবস্থিত। সদস্য রাষ্ট্রগুলির ইংরেজি নামের বর্ণানুক্রমিক ক্রমের উপর ভিত্তি করে আসিয়ানের সভাপতিত্ব প্রতি বছর পরিবর্তিত হয়।

এই ধরনের একটি গোষ্ঠী প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ছিল দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় দেশগুলির সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও সমৃদ্ধ নিরাপত্তা এবং শান্তিপূর্ণ সম্প্রদায়ের পাশাপাশি অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করা।

ব্রুনেই, ভিয়েতনাম, লাওস, মায়ানমার এবং কম্বোডিয়া ইত্যাদি দেশগুলি পরবর্তীকালে আসিয়ানে যোগ দেয়।

আসিয়ান(ASEAN) এর সদস্য রাষ্ট্র

নীচে আসিয়ানের সদস্য রাষ্ট্রগুলির তালিকা দেওয়া হল:

সদস্য রাষ্ট্র	যোগদানের বছর
---------------	--------------

থাইল্যান্ড	প্রতিষ্ঠাতা সদস্য
ফিলিপাইন	প্রতিষ্ঠাতা সদস্য
মালয়েশিয়া	প্রতিষ্ঠাতা সদস্য
সিঙ্গাপুর	প্রতিষ্ঠাতা সদস্য
ইন্দোনেশিয়া	প্রতিষ্ঠাতা সদস্য
ব্রুনেই	1985
ভিয়েতনাম	1995
লাওস	1997
মায়ানমার	1997
কম্বোডিয়া	1999

আসিয়ানের ইতিহাস

1967 সালের 8 আগস্ট থাইল্যান্ডের ব্যাংককে ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, ফিলিপাইন, সিঙ্গাপুর ও থাইল্যান্ডের পাঁচজন পররাষ্ট্রমন্ত্রী একটি দলিলে স্বাক্ষর করেন। সেই নথির ভিত্তিতে, দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় দেশগুলির সংগঠন (আসিয়ান) কার্যকর হয়েছিল। যে পাঁচ জন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এতে স্বাক্ষর করেছেন তারা হলেন - ইন্দোনেশিয়ার

অ্যাডাম মালিক, ফিলিপাইনের নারসিসো আর রামোস, মালয়েশিয়ার তুন আবদুল রাজ্জাক, সিঙ্গাপুরের এস রাজারতুম এবং থাইল্যান্ডের থানাত খোমান- তারা পরবর্তী কালে উন্নয়নশীল বিশ্বের সবচেয়ে সফল আন্তঃসরকারি সংস্থার জনক হিসেবে অভিহিত হন।

আসিয়ান ডিক্লারেশন নামে পরিচিত এই দলিলে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে আঞ্চলিক সহযোগিতা বিষয়ক একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠার কথা উল্লেখ করা হয়, যা দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় দেশগুলোর সংগঠন (আসিয়ান) নামে পরিচিত এবং ওই সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের কথা প্রচার করে।

আসিয়ান ডিক্লারেশনে বলা হয়েছে যে, দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় অঞ্চলের সকল রাষ্ট্রের অংশগ্রহণের জন্য অ্যাসোসিয়েশন উন্মুক্ত থাকবে, যা তার লক্ষ্য, নীতি ও উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হবে। এতে আসিয়ানকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর সম্মিলিত ইচ্ছার প্রতিনিধিত্বকারী হিসেবে ঘোষণা করা হয় যাতে তারা নিজেদের বন্ধুত্ব ও সহযোগিতায় একত্রে আবদ্ধ করে এবং যৌথ প্রচেষ্টা ও ত্যাগের মাধ্যমে তাদের জনগণের জন্য এবং পরবর্তী প্রজন্মের জন্য শান্তি, স্বাধীনতা ও সমৃদ্ধির পথকে প্রশস্ত করবে।

আসিয়ানের মন্ত্রী পর্যায়ের সংস্থাসমূহ

আসিয়ান সনদ আসিয়ান শীর্ষ সম্মেলনকে সমর্থন করার জন্য চারটি গুরুত্বপূর্ণ নতুন মন্ত্রী সংস্থা প্রতিষ্ঠা করেছে, যেমন:



- আসিয়ান রাজনৈতিক-নিরাপত্তা কমিউনিটি কাউন্সিল।
- আসিয়ান সামাজিক-সাংস্কৃতিক কমিউনিটি কাউন্সিল।
- আসিয়ান কো-অর্ডিনেশন কাউন্সিল (এসিসি)।
- আসিয়ান অর্থনৈতিক কমিউনিটি কাউন্সিল।

আসিয়ানের প্রাতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়া

সভাপতিত্ব

সদস্য রাষ্ট্রগুলির ইংরেজি নামের বর্ণানুক্রমিক ক্রমের উপর ভিত্তি করে আসিয়ানের সভাপতিত্ব প্রতি বছর পরিবর্তিত হয়। আসিয়ান 2021-এর বৈঠক ব্রুনেইতে এবং 2022 সালে কম্বোডিয়ায় অনুষ্ঠিত হয়।

মন্ত্রী পরিষদ

মন্ত্রী পরিষদ চারটি প্রধান এবং নতুন সংস্থাকে অন্তর্ভুক্ত করে-

1. আসিয়ান সামাজিক-সাংস্কৃতিক কমিউনিটি কাউন্সিল
2. আসিয়ান অর্থনৈতিক কমিউনিটি কাউন্সিল
3. আসিয়ান রাজনৈতিক-নিরাপত্তা কমিউনিটি কাউন্সিল
4. আসিয়ান সমন্বয় পরিষদ

সিদ্ধান্ত গ্রহণ

শীর্ষ সম্মেলনে সদস্য রাষ্ট্রগুলির মধ্যে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি সম্পূর্ণরূপে সম্মতিপূর্ণ এবং গ্রুপের সদস্য দেশগুলির মধ্যে পরামর্শের উপর নির্ভর করে তৈরি হয়।

আসিয়ান সম্মেলন

আসিয়ান সম্মেলন হচ্ছে সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারক সংস্থা। আসিয়ান শীর্ষ সম্মেলন এই অঞ্চলের মধ্যে নীতি ও উদ্দেশ্যগুলি প্রয়োগের জন্য সর্বোচ্চ স্তরের কর্তৃত্ব কায়ম করে। সনদ অনুযায়ী বছরে দু'বার এই আসিয়ান সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

আসিয়ান-এক্স

আসিয়ান-এক্স ফর্মুলা সদস্য দেশগুলিকে এই উদ্যোগে অংশগ্রহণের করার জন্য প্রস্তুত হওয়ার অনুমতি দেয়; যাদের অতিরিক্ত সময় প্রয়োজন তারা একটি নমনীয় সময়সীমার জন্য আবেদন করতে পারেন যদি গোষ্ঠীর সমস্ত সদস্য এতে সম্মত হন।

আসিয়ানের উদ্দেশ্য

আসিয়ানের প্রধান লক্ষ্য হল সাংস্কৃতিক অর্থনৈতিক বৈজ্ঞানিক প্রশাসনিক বিষয়ের উপর ভিত্তি করে দেশগুলির সক্রিয় অংশগ্রহণকে প্ররোচিত করা। আসিয়ানের অন্যান্য লক্ষ্যগুলির মধ্যে রয়েছে:

- বৈশ্বিক দেশ ও আঞ্চলিক সংস্থাগুলির সাথে একটি শক্তিশালী বন্ধন এবং পারস্পরিক সম্পর্ক বজায় রাখা।
- দক্ষতার সাথে একত্রে কাজ করা এবং কৃষি শিল্পের ব্যবহার বৃদ্ধি করা, বাণিজ্য ও পরিবহন সম্প্রসারণ এবং দেশের নাগরিকদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করা।
- যথাযথ নিয়ম-কানুন মেনে চলা এবং জাতিসংঘের সনদের আদর্শ নিশ্চিত করার মাধ্যমে আঞ্চলিক সম্প্রীতি ও নিরাপত্তা জোরদারের পক্ষে কাজ করা।
- আসিয়ান সদস্য দেশগুলিকে শিক্ষা, প্রশাসন এবং প্রযুক্তিগত ও পেশাগত ক্ষেত্রেও সহায়তা করে।

আসিয়ানের মূলনীতি সমূহ

আসিয়ানের মৌলিক নীতিগুলোর মধ্যে রয়েছে সকল দেশের সার্বভৌমত্ব, সমতা ও জাতীয় পরিচয়ের প্রতি পারস্পরিক শ্রদ্ধা। এটি নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর দৃষ্টিপাত করে :

- কোনো বহিরাগত হস্তক্ষেপ বা বিপর্যয় ছাড়াই প্রতিটি রাষ্ট্রকে তাদের দেশকে নেতৃত্ব দেওয়ার অধিকার প্রদান করা।
- শান্তিপূর্ণ ও সম্প্রীতিপূর্ণ উপায়ে দেশগুলোর মধ্যে বিরোধ বা মতপার্থক্য নিষ্পত্তি করা।

- সুহাভ অংশগ্রহণকারী এবং পার্শ্ববর্তী দেশগুলির মধ্যে একটি যথাযথ যোগাযোগ এবং সহযোগিতার বাতাবরণ তৈরি করা।

আসিয়ানের তাৎপর্য

একটি বৈশ্বিক বাজারের দৃষ্টিকোণ থেকে আসিয়ান ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং উত্তর আমেরিকার চেয়েও বড় খেলোয়াড়। এটি অনেক বেশি তাৎপর্যপূর্ণ কারণ, আসিয়ান বিনিয়োগের জন্য বিশ্বের চতুর্থ অবস্থানে পরিণত হয়েছে। আসিয়ান বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম বাজার, বিশ্বের ষষ্ঠ বৃহত্তম অর্থনীতি এবং এশিয়ার তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি। 1967 সাল থেকে 2016 সাল পর্যন্ত বিশ্ব রপ্তানি ব্যবস্থায় আসিয়ানের অংশ 2% থেকে বেড়ে 7% হয়েছে। এটি থেকে বোঝা যায় যে আসিয়ানের আর্থিক সম্ভাবনাগুলিতে বাণিজ্য উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

আসিয়ান নেতৃত্বাধীন ফোরাম

আসিয়ান-নেতৃত্বাধীন গুরুত্বপূর্ণ ফোরামগুলির মধ্যে রয়েছে:

- আসিয়ান আঞ্চলিক ফোরাম- এটি একটি 27-সদস্যের বহুপাক্ষিক গোষ্ঠী যা আঞ্চলিক আস্থা বৃদ্ধি এবং প্রতিরোধমূলক কূটনীতিতে অবদান রাখার জন্য রাজনৈতিক ও নিরাপত্তা বিষয়ে সহযোগিতাকে সহজতর করার জন্য তৈরি করা হয়েছিল।
- আসিয়ান প্লাস থ্রি- আসিয়ান প্লাস থ্রি 1997 সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এটি একটি পরামর্শমূলক সংস্থা যা আসিয়ানের দশটি দেশ এবং চীন, জাপান এবং দক্ষিণ কোরিয়ার সাথে একত্রিত হয়ে তৈরি হয়।
- পূর্ব-এশিয়া শীর্ষ সম্মেলন- এই শীর্ষ সম্মেলনটি সাধারণত এবং বেশিরভাগই ভারত, নিউজিল্যান্ড, রাশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইত্যাদির মতো বড় দেশগুলির দ্বারা আহ্বান করা হয়। এই শীর্ষ সম্মেলন আঞ্চলিক সহযোগিতা ও উন্নয়ন বৃদ্ধিতে কাজ করে।

ভারত ও আসিয়ান

ভারত আসিয়ানের স্থায়ী সদস্য নয়, যদিও এটি প্রায়শই প্রতিরক্ষা ফোরাম এবং পূর্ব-এশিয়া শীর্ষ সম্মেলনের মতো আসিয়ান নেতৃস্থানীয় ফোরামে অংশগ্রহণ করে। এশীয় অ-সদস্য হওয়ার কারণে ভারত এখনও মাঝে মাঝে ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে আসিয়ানের তাৎপর্যের উপর জোর দেয় এবং এর গুরুত্বকে স্বীকার করে।

ভারত এবং আসিয়ান স্বাধীন এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক আঞ্চলিক স্থাপত্য তৈরির ইচ্ছার স্বাভাবিক অংশীদার।

আসিয়ানের সাথে ভারতের সম্পর্ক তার বিদেশী নীতির একটি মূল স্তম্ভ এবং অ্যাঙ্ক ইস্ট নীতির ভিত্তি। ভারত এবং আসিয়ানের মধ্যে ইতিমধ্যেই 25 বছরের সংলাপ অংশীদারিত্ব, 15 বছরের শীর্ষ পর্যায়ের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং আসিয়ানের সঙ্গে 5 বছরের কৌশলগত অংশীদারিত্ব রয়েছে।

অর্থনৈতিক সহযোগিতা

আসিয়ান ভারতের চতুর্থ বৃহত্তম বাণিজ্যিক অংশীদার।

- ভারত এবং আসিয়ান প্রায় \$24 বিলিয়ন মূল্যের বাণিজ্য ভাগ করে, যা মোট ভারতীয় বাণিজ্যের 10%।
- মোট রপ্তানির ক্ষেত্রে, 11.28% আসিয়ানের কাছে যায়। 2003 সালে প্রতিষ্ঠিত, আসিয়ান ইন্ডিয়া-বিজনেস কাউন্সিল ভারত ও আসিয়ান দেশগুলির বেসরকারী খাতের জন্য একটি সমন্বিত ফোরাম।

আর্থিক সহায়তা

ভারত বিভিন্ন তহবিল থেকে তার আর্থিক সহায়তা লাভ করে যেমন-

- আসিয়ান- ইন্ডিয়া গ্রিন ফান্ড
- আসিয়ান-ভারত সহযোগিতা তহবিল
- আসিয়ান-ভারত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উন্নয়ন তহবিল

প্রকল্পসমূহ

নেটওয়ার্কিং কার্যক্রম ভারতীয় ও এশীয় সংস্থা এবং তাদের থিঙ্ক ট্যাঙ্কগুলির পক্ষ সমর্থন করে গবেষণার ব্যবস্থা করা হবে।

নিরাপত্তা

ইন্দো-প্যাসিফিক সমৃদ্ধি এবং নিরাপত্তা দৃষ্টিভঙ্গির কথা মাথায় রেখে ভারত আসিয়ানকে তার রাজনৈতিক নিরাপত্তা কর্পোরেশনের শীর্ষস্থানে রাখে।

সামাজিক-সাংস্কৃতিক সহযোগিতা

ভারত সামাজিক-সাংস্কৃতিক সহযোগিতার যত্ন নেয় এবং সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ বৃদ্ধি, আসিয়ান দেশগুলির শিক্ষার্থীদের ভারতে আমন্ত্রণ জানানো, আসিয়ান কূটনীতিকদের কোর্স প্রদান এবং সংসদ সদস্যদের বিনিময়ের মতো বিভিন্ন আন্তঃ-জাতীয় ক্রিয়াকলাপের আয়োজন করে।

দিল্লী ডিক্লারেশন ও দিল্লী ডায়ালগ

দিল্লী ঘোষণাপত্রে সামুদ্রিক ডোমেইনে কর্পোরেশন সম্পর্কে বলা হয়েছে এবং এটি আসিয়ানের ভারতের সহযোগিতার অন্যতম প্রধান ক্ষেত্র হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

আসিয়ান ও ভারতের মধ্যে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও নিরাপত্তার মতো বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করার জন্য দিল্লী ডায়ালগ একটি বার্ষিক ট্র্যাক 1.5 ইভেন্ট।

আসিয়ানের সামনের চ্যালেঞ্জ সমূহ

আসিয়ানের সাথে সম্পর্কিত চ্যালেঞ্জগুলি হ'ল

- অর্থনীতি ও সামাজিক অবস্থার দিক থেকে এর পৃথক বাজারগুলির মধ্যে বেশ কয়েকটি আঞ্চলিক ভারসাম্যহীনতা বিদ্যমান।
- আসিয়ান সদস্য রাষ্ট্রগুলোর আয় বৈষম্যের উপর মিশ্র রেকর্ড রয়েছে এবং অর্থনৈতিকভাবে সুস্থ ও দরিদ্র রাষ্ট্রের মধ্যে বিশাল ব্যবধান রয়েছে।
- অনুন্নত দেশগুলি সম্পদের সীমাবদ্ধতার মুখোমুখি হয়েছিল এবং তাদের জাতীয় পরিকল্পনায় অনেক আঞ্চলিক প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করতে অক্ষম হয়েছিল।
- কমিউনিস্ট ও কর্তৃত্ববাদী রাষ্ট্রগুলি বিশ্বের গণতন্ত্রের পাশাপাশি এই প্ল্যাটফর্মে সমানভাবে প্রতিনিধিত্ব করে।
- সংগঠনের সমস্ত সমস্যাগুলির মধ্যে দক্ষিণ চীন সাগর সবচেয়ে অস্থিতিশীল কারণ।
- আসিয়ানের মধ্যে মানবাধিকার একটি বিতর্কিত বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, মায়ানমারে রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে দমন-পীড়ন।
- আসিয়ান দক্ষিণ চীন সাগরে চীনের সামুদ্রিক দাবির বিষয়ে একটি সমন্বিত প্রতিক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছে।
- কঠিন সমস্যাগুলির মুখোমুখি হওয়ার পরিবর্তে তাদের পুরস্কৃত করার অসুবিধা রয়েছে। তারা ঐকমত্যের দিকে বেশি মনোনিবেশ করে যা কখনও কখনও একটি বড় ত্রুটি।

BYJU'S